Lens Asia

১৫ জানুয়ারী, ২০২৬

খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি জামায়াতের

সংগৃহীত ছবি

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ ড. গর্ডন ক্লিংগেনশমিটের নেতৃত্বে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংখ্যালঘুদের অধিকার, পারস্পরিক সহাবস্থান এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন ন্যাশনাল খ্রিষ্টান ফেলোশিপ অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মার্থা দাস, বাংলাদেশ ইভানজেলিক্যাল রিভাইভাল চার্চের চেয়ারম্যান রেভারেন্ড বনি বাড়ৈ এবং টিচার ফর পাস্টর ইন বাংলাদেশের সাবেক আইনপ্রণেতা ড. গর্ডনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ একটি বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। জামায়াতে ইসলামী ধর্ম, বর্ণ বা পরিচয় নির্বিশেষে সবার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার পক্ষেই অবস্থান নেয়।

সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মার্থা দাস জানান, জামায়াত আমির তাদের আশ্বস্ত করেছেন যে দলটি ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োগ করা হবে না। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষদের নিজেদের ছোট ভাবার প্রয়োজন নেই এবং ছোট সম্প্রদায়গুলোকে সন্তানের মতো দেখভালের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

রেভারেন্ড বনি বাড়ৈ বলেন, আমরা বাংলাদেশের খ্রিষ্টান নাগরিক হিসেবে একটি শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল সমাজ চাই।

এ সময় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, শিক্ষাবিদ ড. যুবায়ের আহমেদ এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানসুরও উপস্থিত ছিলেন।